দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 30 NOV 1994 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪ ...

13

কুমিল্লা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা '৯৪

প্রায় পাঁচ হাজার পরীক্ষার্থী উত্তরপত্র পুনঃ নিরীক্ষণের আবেদন করেছে

কুমিল্লা, ২৯শে নভেম্বর (জেলা বার্তা পরিবেশক)।– কুমিল্লা বোর্ডের ১৯৯৪ সালের এসএসসিতে অংশগ্রহণকারী প্রায় পাঁচ হাজার পরীক্ষার্থী তাদের উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণের জন্যে আবেদন করেছে। এসব পরীক্ষার্থী তাদের ফলাফলে সন্তুষ্ট নয়। পুনর্নিরীক্ষণের আবেদনের মধ্যে বেশির ভাগ আরেদন অংক, পালি বিষয়ের।

পুনর্নিরীক্ষণের আবেদনের জন্যে শেষ তারিখ নির্ধারিত ছিল এ মাসের ১ তারিখ পর্যন্ত। কিন্তু এখনও পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন কুমিল্লা বোর্ডে আসছে। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, উত্তরপত্রের প্রথম পৃষ্ঠা অপটিকেল মার্ক রিডার্স (ও,এম,আর) যাতে পরীক্ষার্থীর যাবতীয় তথ্য ও প্রাপ্ত নাম্বার থাকে তা পরীক্ষার্থী বা পরীক্ষক ভুলভাবে পূরণ করায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ ওএমআর থেকে কম্পিউটার তথ্য সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীটির ফলাফল নির্ধারণ করে। ওএমআর ভুল থাকলে পরীক্ষার্থীর ফলাফলও যথাযথ হয় না। এসএসসি পরীক্ষা চলাকালীন ও উত্তরপত্র যাচাইয়ের সময় শিক্ষক ধর্মঘট থাকায় ভুল–ভ্রান্তির পরিমাণ বেড়েছে। কারণ নতুন প্রবর্তিত কম্পিউটার পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ ও উত্তরপত্র যাচাইয়ের সময় যেসব শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে ধর্মঘটী শিক্ষকরা পরীক্ষা গ্রহণ ও উত্তরপত্র যাচাই থেকে বিরত থাকেন। এছাড়া শিক্ষক ধর্মঘটের কারণে একজন পরীক্ষককে তুলনামূলকভাবে বেশি উত্তরপত্র যাচাই করতে হয়েছে। এতে পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নাম্বার ওএমআরে উঠাতে গিয়েও প্রচুর ভুল হয়েছিল।

একটি উদাহরণ

কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ থেকে এস–এসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সাইফুর রহমান বকাউল (রোল নং ১১০৯৩৮) চারটি বিষয়ে লেটার পেলেও উচ্চতর গণিতে ২৮ নাম্বার পাওয়ায় সে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়। সাইফুর রহমান বকাউল উচ্চতর অংকের উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করে। পুনর্নিবীক্ষণে দেখা যায় পরীক্ষার্থী ২৮ নয়, ৯৮ পেয়েছে এবং ফেল করার পরিবর্তে ৮৫৮ নাম্বার পেয়ে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১৭তম স্থান পেয়েছে।

বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, উত্তরপত্র পরীক্ষক ওএমআরে নয় এর ঘর পূর্ণ না করে দুইয়ের ঘর পূর্ণ করায় মেধা তালিকায় স্থান অর্জনকারী এ পরীক্ষার্থীটি ফেল করেছিল।